টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—**সদরঘাট** * ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, বেবী সাইকেল, পেরামবুলেটর প্রভৃতি ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
★
সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যত্নসহকারে সাইকেল মেরামত করিয়া থাকি।

৫৯শ বর্ষ
২৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ৬ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
২২শে নভেম্বর, ১৯৭২
নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

বহরমপুরে
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষক সম্মেলন
১৪৪-ধারা জারী হওয়া সত্ত্বেও সভায় জনসমুদ্র

(বিশেষ প্রতিনিধি)

বহরমপুর, ২১শে নভেম্বর—গত ২০।১১।৭২ তারিখ বহরমপুর সার্কাস ময়দানে রাজ্য কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ই ও ১৯শে নভেম্বর রাজ্যের ১৭টি জেলার প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রায় ৯৫০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি যোগদান করেন। ২০শে তারিখ প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত লোক সংখ্যা লক্ষে পৌছায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল এম, পি তাঁর বক্তব্য রাখেন এবং কী অসুবিধা সত্ত্বেও সম্মেলন যে অভাবনীয় সাফল্যের পথে পৌঁছেচে, তিনি তার উল্লেখ করেন। কৃষক নেতা শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার তাঁর বক্তব্যে বলেন, কৃষকসমাজ বড় সমাজ। আজ সব দিক দিয়ে তাদের গণচেতনা এসেছে এবং কৃষকসমাজ আজ আন্দোলনমুখী হয়ে পড়েছেন। এঁদের ঐক্যবদ্ধ করলে সমাজের আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্ত্তন আসবে। সর্বভারতীয় নেতা শ্রীপি, সুন্দরাইয়া তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের উল্লেখ করে বলেন যে, আজ সমস্ত ভারতে কৃষকসমাজ সংগ্রামী হয়েছেন—এটা আনন্দের কথা। সি, পি, এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বলেন : এই সরকার সমাজবাদের কথা মুখে বলেন, কাজে তার পরিপন্থী ব্যাপার ঘটে। সরকার লোক দেখানো আইন করেন, অথচ তার সুষ্ঠু প্রয়োগ হয় না। তিনি আরও বলেন যে, জনগণ সরকারের এই সব খেয়াল খুশি বরদাস্ত করবেন না। সভার শেষে গণনাট্য সংস্থা কর্ত্তৃক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়।

এই দিনের সভায় যোগদানের জন্যে আজিমগঞ্জে দূর দূরান্তের লোকদের ট্রেণ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা মিছিল করে পায়ে হেঁটে সভায় যোগদান করেন। বেলডাঙ্গা, বাজারশহু প্রভৃতি অঞ্চলেও ট্রেণ হতে নামিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সকলে পায়ে হেঁটে সভায় আসেন। সব চেয়ে উল্লেখ্য, মালদহ হতে দু'ট্রাক ভর্ত্তি লোককে রঘুনাথগঞ্জ উমরপুরে আটকে দেওয়া হয়। অনেক চেষ্টাতেও তাঁদের ট্রাক যেতে দেওয়া হল না। অবশেষে তাঁরা জঙ্গিপুর হতে পায়ে হেঁটে সভায় যোগদান করেন। ২০ তারিখ সারা মুর্শিদাবাদে ১৪৪ ধারা জারী হওয়া সত্ত্বেও সভা বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয় এবং সর্বত্র একটা উদ্দীপনার ভাব পরিলক্ষিত হয়। কোন হাঙ্গামা-অশান্তি হয়নি।

নদী-সেচ প্রকল্প উদ্বোধন করলেন কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার

(বিশেষ সংবাদদাতা)

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯শে নভেম্বর—গত ১৫ই নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকে প্রথম একটি নদী-সেচ পাম্প উদ্বোধন করলেন কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার লক্ষীজোলা অঞ্চলের মহম্মদপুর গ্রামে। এই পাম্প দ্বারা তিনশ একর জমিতে জল সেচের সম্ভাবনা আছে। ভাগীরথী হতে জল উঠবে।

কৃষিমন্ত্রী চান এই সেচ ব্যবস্থা সদ্ব্যবহার করে আমাদের অঞ্চলের চাষীরাও উচ্চ ফলন ও বছরে তিনটি ফসল উৎপন্ন করে সবুজ বিপ্লব সফল করবেন।

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

ধুলিয়ান-গঙ্গা ষ্টেশন রোডের দুরবস্থা
যানবাহন ও পথচারীদের দুর্ভোগ

ধুলিয়ান, ১৭ই নভেম্বর—জঙ্গিপুর মহকুমার ধুলিয়ান-গঙ্গা রেল ষ্টেশনটি নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শহর থেকে ষ্টেশন পর্যন্ত যে রাস্তা আছে, নামেই সেটি পাকা ; বর্তমানে জীর্ণ-কঙ্কালসার। দীর্ঘদিন মেরামতের ব্যবস্থা হয়নি। ফলে রাস্তার মাঝে এবড়ো-খেবড়ো অংশগুলি পথচারী ও যানবাহনের অশেষ কষ্টের কারণ হয়। রাস্তায় কোন আলোর ব্যবস্থা নাই। ফলে গভীর রাত্রের ট্রেণগুলির যাত্রীরা অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে পড়েন। রাস্তার সংস্কারের অভাবে ঘোড়াগাড়ী, সাইকেল প্রায়ই দুর্ঘটনায় পড়ে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এদিকে নজর দিলে জনসাধারণ অশেষ উপকৃত হন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

আসামী কি আসামী ?

মীরজাফরচক্র নবাব সিরাউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া ইংরাজের সঙ্গে এক আঁতাত গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহার আর যে সব কারণই থাক, নবাবের নানা আচরণ ঐ চক্র যে বরদাস্ত করিতে পারেন নাই, এ কথা ঠিক। তাঁহারা নবাবকে শিক্ষা দিতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা তথা ভারতের স্বাধীনতার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটাইয়াছিলেন। এখন সে নবাব নাই, সে মীরজাফরচক্রও নাই। তবু স্বাধীনোত্তর ভারতে বাংলার 'দফা গয়া' করিতে তৎপরতার কসুর নাই। বাঙ্গালীকে সর্বপ্রকারে ডুবাইয়া দিতে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া চক্রান্ত চলিতেছে। বাঙ্গালীকে ভাতে ও হাতে মারিবার বিভিন্ন কৌশল ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আর এক শ্রেণীর মানুষ এখানে আছেন, যাঁহারা নীচতা ও জঘন্য প্রবৃত্তির দিক দিয়া মীরজাফরচক্রের অনেক উর্দ্ধ-স্তরের। কেন না, দিল্লীর মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য তাঁহারা এমনই লালায়িত যে, বাংলার প্রতি ধীর-বিষপ্রয়োগ হোক, বা উগ্র-বিষপ্রয়োগ চলুক—সব কিছু বরদাস্ত করিয়া তাঁহারা ভাড়াকরা লোক মারফৎ পুষ্পস্তবকদ্বারা পুরস্কৃত হন; ভাড়াকরা কিংবা মাথা-কিনিয়া-লওয়া কাগজগুলি তাঁহাদেরই প্রশস্তি রচনা করেন দৈনন্দিন কলমগুলিতে। এই অসত্য ও অন্যায়ের বেসাতি আজ বাংলার মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিতেছে।

আসামে বাঙ্গালীনিধন, বাঙ্গালীনির্যাতন, বাঙ্গালী-উচ্ছেদ করিতে যত প্রকারের পাশবিকতা আছে, সব কিছু প্রয়োগ করা হইয়াছে। 'কাগুজে' নাম যদিও ইহার ভাষা-দাঙ্গা, তবু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আসামস্থ বাঙ্গালী হঠাইয়া দেওয়া। এই বাঙ্গালীদের পশ্চিমবঙ্গে কোনরকমে ঠেলিয়া দিতে পারিলে এই রাজ্যের সমস্যা তীব্রতম হইবে এবং তাহাতে পশ্চিমবঙ্গ সব দিক দিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে বা বিপর্যস্ত হইতে বিলম্ব হইবে না।

আসামে বাংলাভাষার স্বীকৃতি অসমিয়ারা বরদাস্ত করিতেছে না; অথচ কাছাড় জেলার বাঙ্গালীরা আজ মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠার জন্য মরণপণ করিয়াছেন। বাঙ্গালীরা চাহিতেছেন সাংবিধানিক দিক বজায় রাখিতে; অসমিয়ারা চাহে সাংবিধানিক নিয়মের উচ্ছেদসাধন করিতে। আসামে বাঙ্গালীর উপর যে অত্যাচার গত অক্টোবর মাস হইতে এখনও চলিয়াছে, তাহার নজীর বিশ্ব-ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায় না। কারফিউ চলিয়াছে; ১৪৪ ধারা বলবৎ হইয়াছে; তলায় তলায় বাঙ্গালী অধ্যুষিত এলাকায় বাঙ্গালীবধ করা হইয়াছে স্বচ্ছন্দে। কেহ দেখিবার নাই, কেহ প্রতিরোধ করিবার নাই। বাংলার সংবাদপত্রগুলি নির্বিকার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া এই ধ্বংসযজ্ঞের সামিল হইয়াছে। বাংলার নেতৃবৃন্দ এই জঘন্যতার পরিপোষণ করিয়া চলিয়াছেন নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা অবলম্বন করিয়া। বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত ভাগ্যবানেরা আসামস্থ বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া এই নারকীয়তার প্রেরণা দিয়াছেন। কেন্দ্রীয় পুঙ্গবেরা এই বিষাক্ত হাওয়াকে আনুকূল্য দিয়া চলিয়াছেন 'বংগাল আদমী কো খতম হোনে দো'—প্রবৃত্তির তাড়নায় 'ঠুঁটো জগন্নাথ' সাজিয়া এবং কিছুই না-জানার ভাব দেখাইয়া। আর অপর দিকে আসামে বাঙ্গালীর ঘরবাড়ি, দোকানপত্র লুঠ হইতেছে, সম্পত্তির ক্ষতি করা হইতেছে, নারীর উপর উৎপীড়ন চলিতেছে। এধারে বঙ্গীয় শাসককুল মৌনীবাবা।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভা ইহাতে সোচ্চার নহেন কেন? কেন্দ্রীয় সরকারই বা আসামে বাঙ্গালী-নির্যাতন বরদাস্ত করিয়া চলিতেছেন কেন? একটিমাত্র উত্তর এই প্রসঙ্গে দেওয়া যায়—রায় ও গান্ধীর উভয় সরকারই চরম স্বার্থগন্ধী। শ্রীরায় নেপালী ভাষার মর্যাদা দিলেন। দার্জিলিং-এ তাণ্ডবের ভয়ে নয়, পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনে আখের গুছাইতে, নিরঙ্কুশ হইতে, দলকে বাঁচাইতে। আসামের বাঙ্গালীরা কি পশ্চিমবঙ্গে ভোট দিতে পারেন? অতএব আসামের বাঙ্গালী গেল আর থাকিল তাহাতে কী? সাবাস দেশপ্রেমী, সাবাস দলনেতা, সাবাস একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। অপর দিকের চিত্র এই যে, গোটা বাঙ্গালী জাতিকে ও মানচিত্রস্থ পশ্চিমবঙ্গকে নিপাত্তা করিবার নানা ব্যবস্থাই ত চলিতেছে, আর তাহা এ টু একটু করিয়া কার্যকরী হইতেছে। অতএব আসামের বাঙ্গালী-নিধন সেই মহোৎসবের একটি দিকমাত্র। সুতরাং সে বিষয়ে তৎপরতার কোন আবশ্যক দেখি না। হ্যাঁ, লোক দেখান হেলি-সফর হইতে পারে, কোন সদ্যোবিধবাকে সহানুভূতি-সান্ত্বনা দেওয়ার ছবি ব[illegible] করিয়া স্তাবক কাগজগুলিতে বাহির হইতে পারে কিংবা কোন সদ্য-অনাথ শিশুকে আদর করার। ইহার মধ্যে কী দারুণ আন্তরিকতা যে প্রকাশ পাইতে পারে, তাহা জানিবে দু'জনেঃ (এক) ভুক্তভোগীরা (দুই) ভারতেতর সাংবাদিকরা ও রাষ্ট্রকর্ণধারেরা। উভয়েই বুঝি তখন আর এক দফা 'সাবাস' দিবেনঃ এই না হইলে রাষ্ট্র-পরিচালনা!

কিছুকাল আগে কলিকাতার শিখ-হাঙ্গামা, আসামের দেশোয়ালি-হাঙ্গামা সারা ভারতের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট জনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। আর উড়িষ্যার বাঙ্গালী-বিদ্বেষ, বিহারের বাঙ্গালী-বিদ্বেষ ও দফায় দফায় আসামের বঙ্গালখেদা কাহারও চোখ ফুটাইতে পারে না। কারণ বাংলা ও বাঙ্গালী ডুবুক ইহা সকল শ্রেণীর অবাঙ্গালীর কাম্য এবং এক বিশেষ শ্রেণীর বাঙ্গালী তাহার অপব্যাখ্যা করিয়া নিশ্চেষ্ট। এই দুর্যোগ নিয়তির পরিহাস ছাড়া আর কিছু না হইলেও এতবড় অন্যায় দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহারা মনেপ্রাণে বাঙ্গালী তাহারা বরদাস্ত করিবে না। তখন তাহারা সামিল হইবে লাখে লাখে, কোটিতে কোটিতে মরিতে; কিন্তু শুধু মরিয়া নয়, মরীয়া হইয়া আজিকার জঘন্য চরিত্রের ক্লীবগুলিকে সমুচিত শিক্ষা দিয়া।

পুরাতনী

সম্পাদনা: শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

জঙ্গিপুর সংবাদ-পত্রিকা বাংলা ১৩২১ সালে আত্মপ্রকাশ করে। সেই থেকে পত্রিকাটি নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চললেও তার প্রকাশ-ধারাকে নিরবচ্ছিন্ন রেখেছে। আমরা এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে উপরি-লিখিত শিরোনামে অতীতের জঙ্গিপুর সংবাদ থেকে কিছু কিছু অংশ প্রকাশ করব। এতে করে পাঠকসমাজ বিশেষ করে নবীন যাঁরা, তখনকার দিনের অনেক মূল্যবান বিষয় জ্ঞাত হবেন।

—সম্পাদক

খড়খড়ি ব্রীজ

খড়খড়ি নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। জঙ্গিপুরবাসীগণের জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে যাইবার বিশেষ সুবিধা হইবে। কিন্তু সাধারণে এক গুজব শুনিয়া একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। গুজব এই যে এই সেতুর উপর দিয়া কেহ বিনা মাশুলে যাতায়াত করিতে পারিবে না। মানুষ ও গাড়ীর রীতিমত মাশুল আদায় হইবে। এই গুজব যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমরা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান-মহোদয়ের নিকট সুবিধানের প্রার্থনা করি।

—জঙ্গিপুর সংবাদ। ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা
৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩২২ বঙ্গাব্দ

রাজনৈতিক কর্মী —তিন দশকের ব্যবধানে

—শ্রীবরুণ রায়

ইংরাজ আমলে বাংলাদেশের রাজনীতির দু'টি সমান্তরাল ধারা ছিল। একটি গুপ্ত সশস্ত্র সংগ্রামের পথ, অন্যটি কংগ্রেসচালিত অহিংস অসহযোগ অথবা প্রকাশ্য আবেদন নিবেদন সভাসমিতির পথ। লক্ষ্য সকলেরই ছিল একটিই—দেশের স্বাধীনতা অর্জন। তবে যে স্বাধীনতা আমরা চেয়েছি—কি হবে তার স্বরূপ, অর্থ-নৈতিক উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার রূপ-রেখাই বা কি হবে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে এই সব তত্ত্বগত আলোচনা বা পঠনপাঠনের রেওয়াজ তখন প্রায় ছিল না বললেই চলে। ইংরাজ বিতাড়ন, ভারতমাতার শৃঙ্খলমুক্তি, দেশের স্বাধীনতা প্রভৃতি কতগুলি অস্পষ্ট শব্দঝঙ্কার রাজনৈতিক কর্মীদের জীবন ও স্বপ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে তীব্র ভাবাবেগের সৃষ্টি করেছিল এবং এই সুতীব্র ভাবাবেগই তাদের চরম আত্মত্যাগ এবং কর্মোন্মাদনার পথে ঠেলে দিয়েছিল।

বাংলাদেশের ছাত্র এবং যুবসমাজ স্বভাবধর্ম অনুযায়ী উত্তেজনাপূর্ণ গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের দিকেই ঝুঁকেছিল। নিষিদ্ধ এবং বাজেয়াপ্ত রাজনৈতিক বই গোপনে সংগ্রহ করে সেগুলি নিজে পড়া এবং অন্যকে পড়ানো ছিল তখনকার দিনে একটি অবশ্য করণীয় কাজ। সে যুগে কত আগ্রহ এবং উন্মাদনার সঙ্গেই না আমরা "দেশের ডাক," "পথের দাবী," ড্যান্ ব্রিনের "My fight for Irish Freedom," ধনগোপাল মুখার্জীর "My brother's face" প্রভৃতি বই পড়েছি!

মন্ত্রগুপ্তি ছিল এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবশ্য পালনীয় কঠোর অঙ্গ। রাজনৈতিক দাদাদের প্রতি ছিল প্রশ্নহীন আনুগত্য। তাঁরা যাকে যে কাজের ভার দিতেন (তা সে যত সামান্য কাজই হোক্ না কেন) প্রত্যেক কর্মীকেই তা সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হত। আত্মপ্রচারের কোন সুযোগ সেদিন ছিল না। রাজনীতিকে মূলধন করে, জনসেবার বাণিজ্য করে ব্যক্তিগত মুনাফা লুটবার সুযোগও ছিল না। যাঁরা এই কণ্টকাকীর্ণ পথে রাজনীতি করতে আসতেন তাঁরা জানতেন যে দেশসেবার একমাত্র পুরস্কার—পুলিশের হাতে হয়রানি, নির্যাতন, কারাদণ্ড, দ্বীপান্তর, ফাঁসি, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। ভবিষ্যৎ জীবনে সরকারী চাকরীলাভের সম্ভাবনার অবলুপ্তি। ব্যক্তিগত লাভের ঘরে একমাত্র আত্মতৃপ্তিলাভ ছাড়া আর কিছু পাওয়ার ছিল না।

আজকের মত "কিছু পাইয়ে দেওয়ার" রাজনীতি সেদিন ছিল না। ফলে রাজনৈতিক কর্মীকে তার ব্যক্তিগত চরিত্র—তার দেশপ্রেম, চরিত্রমাধুর্য্য, সাহসিকতা, আত্মত্যাগ, বিনয়, ভদ্রতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, পরদুঃখকাতরতা, আর্ত ও বিপন্নকে সেবার জন্য ব্যগ্রতা প্রভৃতি মূলধন সম্বল করেই এগোতে হত। দেশের সেরা ছেলেরাই সেদিন এ পথে আকৃষ্ট হত। বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হলেও রাজনৈতিক কর্মীরা প্রত্যেকেই অন্যদলের কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা-পোষণ করত। ইংরাজ শাসনযন্ত্রের প্রচণ্ড দাপটের ফলে সাধারণ ছা-পোষা মানুষ রাজনৈতিক কর্মীদের থেকে শতহস্ত দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করতেন। কিন্তু মনে মনে অধিকাংশ লোকই (এমন কি অধিকাংশ পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীরাও) তাদেরকে শ্রদ্ধা করত।

১৯৪২ সাল থেকে ভারতবর্ষের জাতীয় সংগ্রামের আকৃতিগত পরিবর্তন সুরু হয়। গোপন আন্দোলন অত্যন্ত দ্রুত প্রকাশ্য গণবিদ্রোহের পথ নিতে থাকে। আজাদহিন্দ ফৌজের আত্মত্যাগের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে চাষী, মজুর, ছাত্র, সরকারী কর্মচারী—এমন কি পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর লোকজন প্রভৃতি সমাজের প্রায় সমস্ত শ্রেণীর মানুষই রাজনীতির আঙিনায় এসে ভিড় জমাতে থাকে।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ এবং ইংরাজ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে শুধু রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটই নয়, নাটকের কুশীলব, চরিত্র, চিন্তা, আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষা—সব কিছুরই একেবারে মৌলিক এবং গোটাগুটি পরিবর্তন হয়ে গেল। এই প্রথম রাজনীতির ছাপ অর্থ, প্রভুত্ব ও খ্যাতি অর্জনে পরম সহায়ক হয়ে দেখা দিল। ফলে যত কালোবাজারী, মুনাফালোভী, ইংরাজের পদলেহী দালাল আর সুযোগ-সন্ধানীর দল রাতারাতি গায়ে খদ্দর চাপিয়ে মাথায় গান্ধীটুপি দিয়ে দেশভক্ত বনে গেল। ইংরাজের হাতে-গড়া আম্‌লাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা পরম আগ্রহে "দেশ সেবায় (?)" নেমে পড়ল। সমাজদেহের সব রকমের ক্লেদ ও গ্লানিলিপ্ত বেনোজলের প্রবল প্লাবন অর্দ্ধ শতাব্দীর ঐতিহ্যমণ্ডিত সমস্ত রাজনৈতিক শুদ্ধাচারকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

কিছু নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মী কোনঠাসা হয়ে রাজনীতির আসর থেকে সরে গেলেন। আর অধিকাংশ সৎ পুরোনো কর্মী বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে অর্থ-নৈতিক দাবী দাওয়া আদায়ের লড়াইয়ে সামিল হলেন। ইংরাজ-হটানোর প্রধান লক্ষ্য অনুপস্থিত। স্বাভাবিক ভাবেই সমাজতন্ত্র অথবা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের আয়োজন হতে লাগল।

১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭—এই কুড়ি বছরের অর্থ-নৈতিক এবং সামাজিক সমুদ্রমন্থনের ফলে অমৃতের চেয়ে বিষের উদ্‌গীরণই হয়েছে বেশি। সমস্ত রকমের মানবিক মূল্য ও নীতিবোধ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ ও দেশজোড়া বেকারসমস্যা সমাজ দেহের সর্বত্র ঘুণ ধরিয়েছে। মার্কিনী অপসংস্কৃতির কড়া মাদকতা যুবমানসকে আচ্ছন্ন করেছে। রাজনৈতিক কর্মীর চিন্তা-ভাবনা-চরিত্রও তার থেকে অব্যাহতি পায়নি। আবার একদিকে কর্মীদের মধ্যে যেমন রাজনীতি অর্থনীতির তত্ত্বগত আলোচনা এবং পঠনপাঠনের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই তাদের কাছে দেশ ও জাতির চেয়ে 'পার্টি' বড় হতে শুরু করেছে। ভিন্ন দলের কর্মীদের প্রতি আর কেউ শ্রদ্ধাপোষণ করে না।

"আমার পার্টি ই একমাত্র সাচ্চা বিপ্লবী, বাদবাকী সব পার্টিই প্রতিক্রিয়াশীল, জনসাধারণের শত্রু। একমাত্র আমার পার্টির কর্মপন্থাই জনসাধারণকে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারে। অন্য পার্টির সঙ্গে সময়বিশেষে কৌশলগত সমঝোতা করা যেতে পারে। তবে তাদেরকে খতম করাটাই হচ্ছে মহৎ কর্ম।" —এই বক্তব্য সব পার্টিই তার কর্মীদের মনে গেঁথে দিতে চেষ্টা করেছে। ১৯৬৭ সালের

—৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপি সব ঘরে ঘরে।
রাখিবে তণ্ডুল তাহে এক মুষ্টি করে॥
সঞ্চয়ের পন্থা ইহা জানিবে সকলে।
অসময়ে উপকার পাবে এর ফলে॥

॥ ব্রতকথা ॥

টাকা জমানোর পথও একটাই—একমুঠো চালের মত, নিয়মিত যত টাকা সম্ভব ইউবিআইতে রাখা। ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয় সংসারে চিরকাল লক্ষ্মীশ্রী বজায় রাখবে। ইউবিআইতে টাকাটা নিরাপদ থাকবে, সুদে বাড়বে আর তোলাও বেশ সুবিধেজনক।

ইউবিআই আপনার শুভার্থী প্রতিবেশী।

UNITED BANK OF INDIA

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBF-2-71.B

রাজনৈতিক কর্মী

৩য় পৃষ্ঠার পর

পর থেকে বিভিন্ন দলের মধ্যে পারস্পরিক আত্মঘাতী লড়াই, কুৎসাপ্রচার অবাধে চল্‌তে থাকে। যার পরিণতি আজকের রাজনীতিতে Head hunting এর প্রচলন।

১৯৪৭ সালের পরও দীর্ঘদিন দল নিরপেক্ষ সাধারণ মানুষ বিভিন্ন দলের বামপন্থী কর্মীদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা-পোষণ করে এসেছে। কিন্তু আজ নিজেদের আচরণ ও কার্যকলাপের ফলে তারা সকলেই নিজেদেরকে সেই শ্রদ্ধার আসন থেকে অনেকখানি টেনে নামিয়েছে। সাধারণ গরীব মানুষ আজ ভদ্রলোক রাজনীতি-করা বাবুদের কিছু পরিমাণ সন্দেহ ও অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে। আগেকার দিনের মত কর্মীর চরিত্রে আত্মত্যাগ, পরদুঃখ-কাতরতা, নিষ্ঠা, সততা, বিনয়, ভদ্রতা—এই সব মানবিক গুণগুলিকে আর কেউ বড় করে দেখে না। ঐ সব গুণ থাক বা না থাক, কোন কর্মী যদি পার্টি নির্দিষ্ট (আরও সঠিকভাবে বল্‌তে গেলে পার্টি নেতাদের নির্দিষ্ট) লাইনে চলে "পার্টির স্বার্থকে" পূরণ করার ব্যাপারে সহায়ক হয়, তা'হলে সেই কর্মীই অধিকতর বাহবা পাবে।

সমস্ত দলের নেতৃত্বই আজ যাঁরা দখল করে রেখেছেন তাঁরা কেউই নিঃস্ব সর্বহারা নন। এঁদের জীবনধারণের মান, এঁদের সুখ-দুঃখ, এঁদের সামাজিক পরিবেশ কোনটাই কোটি কোটি গরীব মানুষের আয়ত্তের মধ্যে নয়। এই নেতৃত্বের একটা বড় অংশ আজ নিজেদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধিতে মত্ত! ন্যূনতম আচরণবিধি পালনের পরোয়া এঁরা করেন না। মুখে বড় বড় কথা বললেও নিজেদের প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িকতা, গোষ্ঠীগত ভেদবুদ্ধি, প্রতিক্রিয়াশীলতার কাছে আত্মবিক্রয়—কোন কিছুতেই তাঁদের বাধে না। এই আবহাওয়ায় সাধারণ কর্মীদের চরিত্রও কলুষমুক্ত থাক্‌তে পারে না। সব দলই আজ "কিছু পাইয়ে দেওয়ার" টোপ গিলিয়ে জনসাধারণকে টানতে চায়। এবং এই পাইয়ে দেওয়ার খেলা খেলতে গিয়ে বঁড়শি বহু ক্ষেত্রেই ব্যুমেরাং হয়ে খোদ কর্মীদের গলাতেই বিঁধছে। ক্ষমতা ও প্রভুত্বলাভের উন্মাদনায় পূর্ণ এই আবহাওয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসা অধিকাংশ কর্মীই তাই আজ আর সাধারণ সৈনিক থাকৃতে চায় না, সকলেই সেনাপতি হওয়ার জন্য ব্যগ্র।

মুর্শিদাবাদ জেলার
(স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি)

যে সমস্ত দেশ-প্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামে অথবা দেশ রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে শহীদ হয়েছেন তাঁদের স্মৃতিরক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতি ব্লকে স্মারকস্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হবে। এবং উক্ত স্মারকস্তম্ভে তাঁদের নাম খোদাই করে চিরস্মরণীয় করে রাখা হবে।

জনসাধারণের এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিকট আবেদন তাঁরা যেন নিজেদের এলাকার নিম্নলিখিত সর্ত্ত সাপেক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শহীদদের নামের তালিকা স্থানীয় মহকুমা-শাসকের নিকট আগামী ২৮শে নভেম্বর ১৯৭২ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দেন।

—ঃ স্মারকস্তম্ভে নাম খোদাইয়ের সর্ত্তাদি ঃ—

১। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত যাঁহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রকৃত অংশ গ্রহণ করেছেন ও কমপক্ষে ৬ মাস কারাবাস করেছেন।

২। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত যাঁহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলা স্মারকস্তম্ভ কমিটি স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শহীদদের নামের তালিকা চূড়ান্তভাবে স্থির করবেন। এবং উক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

এবম্প্রকার যথেষ্ট ঘোষণা সত্বেও কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামী অথবা শহীদের নাম বাদ পড়লে কমিটি দায়ী হবে না।

Memo. No. 1120 (4) Inf/M/Advt.

তবে কি আজকের রাজনৈতিক কর্মীজীবন সবটাই নিরাশ হওয়ার মত? আলোর স্বর্ণরেখা কি কোনখানেই নাই? না, সব দলের সাধারণ কর্মীদের মধ্যেই এখনও বহু সংখ্যক সাচ্চা কর্মী আছে যাদের মালমশলায় কোন ভেজাল নাই, যাদের আন্তরিকতা সকল প্রশ্নের উর্ধে। আজকের এই অপসংস্কৃতি ও দেশজোড়া রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচারের মধ্যেও তারাই আশার আলোকবর্ত্তিকা বহন করছে।

—— ——

ঋণদানে ব্যাঙ্কের দু'মুখো নীতির অভিযোগ

সাগরদীঘি, ১৫ই নভেম্বর—এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের সাগরদীঘি শাখার ম্যানেজার শ্রীএ, সেন বেশ কিছুদিন থেকে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঋণদানে দু'মুখো নীতি অবলম্বন করছেন বলে কয়েকজন ব্যবসায়ী আজ আমাদের প্রতিনিধির কাছে অভিযোগ করেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রীপান্নালাল ভকত এই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে গিয়ে যথেষ্ট হয়রাণ হয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি ঋণ পাননি। অথচ যাঁরা ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সুনজরে আছেন, তাঁদের বেগ পেতে হয়নি; দোহালী গ্রামের জনৈক ডিলারও আমাদের প্রতিনিধির কাছে অনুরূপ অভিযোগ করেন। স্থানীয় জনৈক প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসককে কাগজে-কলমে ব্যবসায়ের জন্য ঋণ দেওয়া হলেও তিনি নাকি সে টাকায় বাড়ী খরিদ করেন বলে প্রকাশ।

দোকানদার গ্রেপ্তার

ফরাক্কা, ১০ই নভেম্বর—সম্প্রতি এনফোরসমেন্ট ব্রানচের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এখানে হানা দিয়ে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্য আইনানুসারে চারজন দোকানদারকে গ্রেপ্তার করে। কোর্টে তাদের জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। শিশুখাদ্য, বৈদ্যুতিক বালব্, দাড়ি কামানোর ব্লেড, বিক্রীর খাতাপত্র, রসিদ ঠিকভাবে তৈরী না রাখায় এবং আরো কয়েকটি অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আনন্দময় সরকার স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে যে দাবিগুলি রাখেন তা হচ্ছে—সার সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি, রামনগর-ফরাক্কা রাস্তার সংস্কার, একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালুকরা, বেকার সমস্যা সমাধান ও সাগরদীঘি অঞ্চলে গভীর নলকূপ খনন। এম, এল, এ হবিবুর রহমান এই দাবিগুলি সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন এবং মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করেন দাবিগুলি পূরণের জন্য। এই মর্মে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছে। সভাপতির ভাষণে মহম্মদ সোহরাব বলেন যে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরেও সরকার কৃষির উন্নতির উপর জোর দেননি এখন তাঁরা সেই ভুল সংশোধন করছেন।

ছাত্রপরিষদের পক্ষ থেকে দুটি শিশু মন্ত্রী মহাশয়কে মাল্যদান করে। কিন্তু ছাত্রপরিষদের পরিচিত কর্মীদের কাউকে সেখানে দেখা যায়নি।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭২

১৬ মনি/৭১. ডিঃ শ্রীপতি সাহা দেঃ নগেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দাবি ৩৬২-৬৫ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কৃষ্ণশালী ৩-৭৩ শতকের কাত পরতামত ৯৲ আঃ ৩৫০৲ খং নং ১৬৮ রায়তী স্থিতিবান স্বত্ব।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

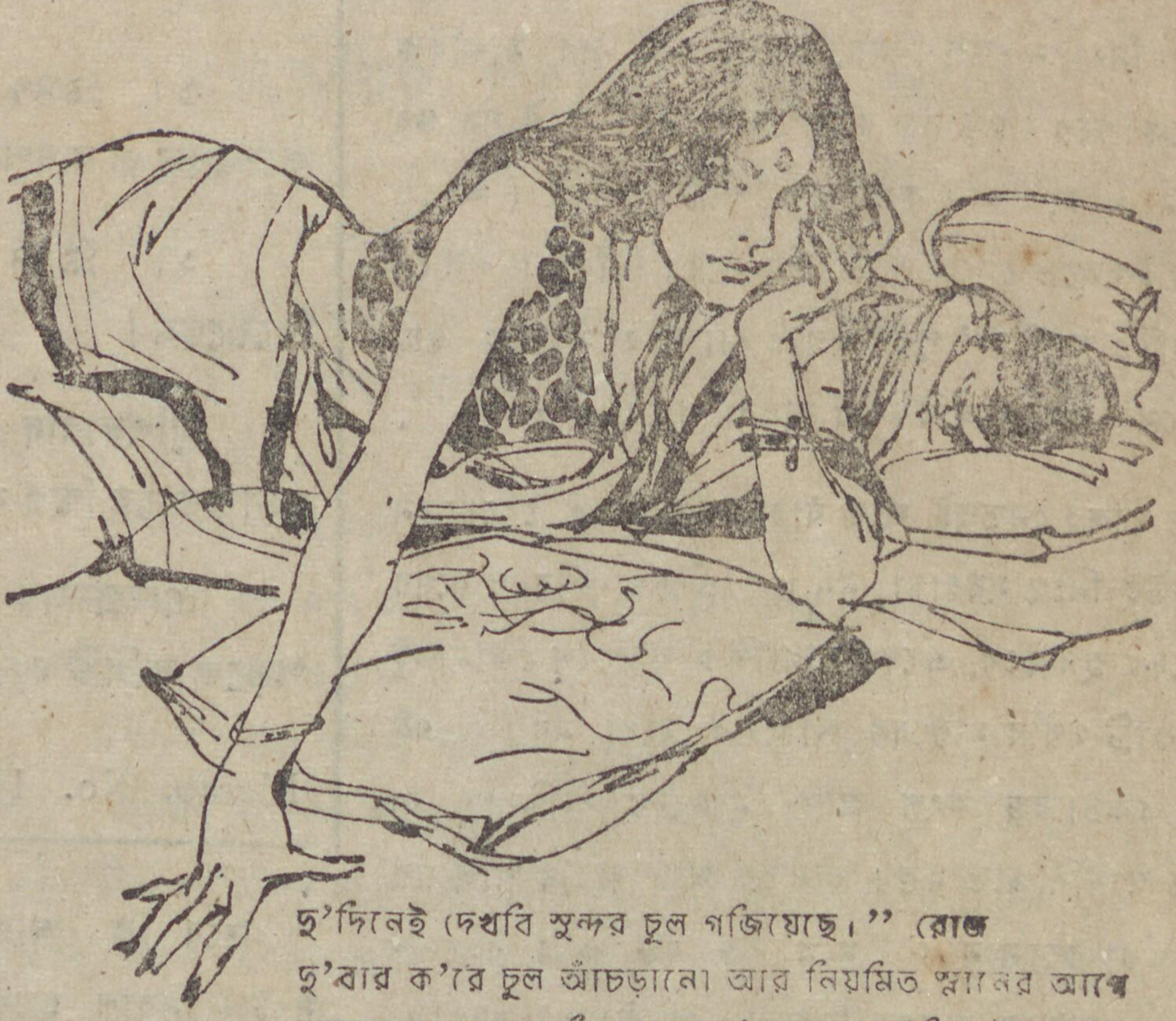

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-86.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।